Prime Minister delivers inaugural address at VAIBHAV 2020 Summit

October 02, 2020

বৈশ্বিক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক (VAIBHAV) 2020 শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণ

অক্টোবর 02,2020

3000 এর বেশী অ্যাকাডেমিশিয়ান এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী এবং 10,000 এর বেশী ভারতীয় বিজ্ঞানী এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বেশী সংখ্যক কমবয়সীদের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা উচিতঃ প্রধানমন্ত্রী

ভারতে স্পেস সংস্কারের অগ্রগণ্যতা শিল্প এবং অ্যাকাডেমিয়ার জন্য সুযোগ তৈরি হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

ভারতের লক্ষ্য 2025 সালের মধ্যে দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করাঃ প্রধানমন্ত্রী

" এই সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে বেশী সংখ্যক কম বয়সীদের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বাড়ানো নিশ্চিত করা।এই জন্য আমাদের অবশ্যই ইতিহাসের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে দক্ষ হতে হবে"- বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক(VAIBHAV)শীর্ষ সম্মেলন যা বিদেশে এবং দেশে বসবাসকারী ভারতীয় গবেষক এবং অ্যাকাডেমিশিয়ানদের একটি বিশ্ব ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলন তার উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই কথাগুলি বলেছেন।

" ভিএআইবিএইচএভি শীর্ষ সম্মেলন 2020 ভারতএবং বিশ্বে বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনের উদযাপন। আমি একে বলব বৃহৎ মনের প্রকৃত সঙ্গম, এই জমায়েতের মাধ্যমে আমরা বসেছি ভারত এবং আমাদের গ্রহকে আরো ক্ষমতাশালী করে তোলার জন্য", তিনি বলেন।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবন বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকার প্রচুর ব্যবস্থা নিয়েছে কেননা সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার মূল জায়গাটি হল বিজ্ঞান।

প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন তৈরি করার জন্য ভারতের বৃহৎ প্রচেষ্টা এবং টীকা দেওয়ার প্রোগ্রাম কার্যকরী করার কথা প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন যে ভ্যাকসিন উৎপাদনে দীর্ঘকালীন ছেদ ভাঙ্গা গেছে। আমাদের সংক্রমণ মুক্তির প্রোগ্রামে 2014 সালে চারটি নতুন ভ্যাকসিন প্রবর্তন করা হয়েছে। তার মধ্যে রোটা ভ্যাকসিনটি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি।

বিশ্বের লক্ষ্য থেকে পাঁচ বছর আগে 2025 সালের মধ্যে ভারত থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করার যে উচ্চাশামূলক মিশন ভারত নিয়েছে তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020-র কথা উল্লেখ করেছেন যা তিন দশক পর এবং রাষ্ট্র জুড়ে পুঙ্খনাপুঙ্খ পরামর্শ এবং বিতর্কের পর আনা হয়েছে। এই নীতির লক্ষ্য বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল বাড়িয়ে তোলা এবং বিজ্ঞান গবেষণায় অতীব প্রয়োজনীয় জোর দেওয়া। কম বয়সী প্রতিভাদের প্রতিপালন করতে এটি উন্মুক্ত এবং বিস্তৃতভিত্তি যুক্ত পরিবেশ প্রদান করে।

স্পেস সংস্কারে ভারতের অগ্রগণ্যতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যা শিল্প এবং অ্যাকাডেমিয়ার জন্য সুযোগ এনে দেবে।

লেসার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি ,সার্ন(CERN) এবং ইন্টারন্যাশনাল থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাক্টর (ITER) এ ভারতীয় অংশীদারত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্ব এবং বিশ্ব স্তরে তার উন্নতির প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করেছেন।

সুপারকম্প্যুটিং এবং সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেমের উপর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মিশনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রবোটিক্স, সেন্সরস এবং বিগ ডাটা অ্যানালাইসিসের বিষয়ে মৌলিক গবেষণা এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে বলার পর তিনি বলেছেন যে এটি ভারতের স্টার্টআপ সেক্টর এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করবে।

ভারতে ইতিমধ্যে 25 টি উদ্ভাবনমূলক প্রযুক্তিগত হাব তৈরি হয়েছে এবং তা স্টার্টআপ পরিবেশের সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি করবে।

তিনি বলেছেন যে কৃষকদের সাহায্য করতে ভারতের প্রয়োজন সর্বোচ্চ গুণমানের গবেষণা। ডাল এবং খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে যখন ভারতের অগ্রগতি হয় তখন বিশ্বেরও অগ্রগতি হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভিএআইবিএইচএভি(VAIBHAV) সংযোগ এবং অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিরাট সুযোগ উপস্থিত করেছে; যখন ভারত সমৃদ্ধশালী হয় তখন বিশ্বও এগিয়ে যায়। ভিএআইবিএইচএভি(VAIBHAV) কে বৃহত্তর মেধার সঙ্গমস্থল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে এই প্রচেষ্টাগুলি আদর্শ গবেষণার পরিবেশ তৈরি করতে, পরম্পরা এবং আধুনিকতার মেলবন্ধনে সমৃদ্ধি সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। এই বিনিময়গুলি নিশ্চিতভাবেই উপযোগী হবে এবং শিক্ষা ও গবেষণার উপর কার্যকরী সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক এবং গবেষকদের প্রচেষ্টা একটি আদর্শ গবেষণার পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে বিশ্ব মঞ্চে ভারতীয় অভিবাসীরা হচ্ছে ভারতের চমৎকার রাষ্ট্রদূত। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ এবং সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যত গঠন করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে এই শীর্ষ সম্মেলনের উচিত সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করা। আমাদের কৃষকদের সাহায্য করতে ভারত চায় সর্বোচ্চ স্তরের বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এই শীর্ষ সম্মেলন শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে কার্যকরী সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতীয় অভিবাসীদের প্রচেষ্টা গবেষণার ক্ষেত্রে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

ভিএআইবিএইচএভি(VAIBHAV) শীর্ষ সম্মেলনে 3000 এর বেশী ভারতীয় বংশোদ্ভূত অ্যাকাডেমিশিয়ান এবং 55 টি দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক এবং ভারত থেকে প্রায় 10,000 জন অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ভারত সরকারের প্রধান বিজ্ঞান বিষয়ক পরামর্শদাতার নেতৃত্বে 200 টি ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এস অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্ট এই শীর্ষ সম্মেলনটি সংগঠিত করেছিল।40 –টি দেশ থেকে প্রায় 700 জন বক্তা এবং প্রসিদ্ধ ভারতীয় অ্যাকাডেমিয়া থেকে 629 জন বক্তা এবং এস অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্ট 213 টি অধিবেশনে 18 টি বিভিন্ন ভার্টিক্যালে 80 টি উপবিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

3 অক্টোবর 2020 থেকে 25 অক্টোবর 2020 পর্যন্ত এই বিতর্ক চলবে এবং 28 অক্টোবর 2020 তে ফলাফল সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। 31 অক্টোবর 2020 তে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীতে শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হবে। এই উদ্যোগে একমাসের অধিক দীর্ঘ সময় ধরে ওয়েবিনার এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদেশে বসবাসকারী বিশেষজ্ঞ এবং ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বহুস্তরীয় আদানপ্রদান হবে।

এই শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন যে বিস্তৃত এস অ্যান্ড টি এরিয়া নিয়ে আলোচনা হবে তা হল কম্প্যুটেশনাল বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক এবং কমুনিকেশন, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, ফোটোনিক্স, এরোস্পেস প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, কৃষি, মেটেরিয়াল এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি, অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং, পৃথিবী বিজ্ঞান,শক্তি, পরিবেশ বিজ্ঞান, এবং ম্যানেজমেন্ট।

সার্বিক উন্নতির জন্য উদ্ভূত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে বিশ্ব জুড়ে বসবাসকারী ভারতীয় গবেষকদের দক্ষতা এবং জ্ঞান কাজে লাগিয়ে একটি বিস্তৃত রোড ম্যাপ তৈরি করাই এই শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য। ভারত এবং বিদেশের অ্যাকাডেমিয়া এবং বিজ্ঞানীদের একত্রে কাজ করা এবং সহযোগিতার উপর এই শীর্ষ সম্মেলন আলোকপাত করবে। বিশ্বে পৌঁছাতে পারার মাধ্যমে জ্ঞান এবং উদ্ভাবনের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রধান পরামর্শদাতা প্রোফেসর কে বিজয়রাঘবন এবং 16 জন অভিবাসী বক্তা যারা বিভিন্ন দেশে থাকেন যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,জাপান,অস্ট্রেলিয়া, ইউনাইটেড কিংডম, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, ব্রাজিল এবং সুইজারল্যান্ড এবং কাজ করেন নানা ক্ষেত্রে যেমন কম্প্যুটিং এবং

কমুনিকেশন, সোনো-কেমিস্ট্রি, হাই এনার্জি ফিজিক্স, টেকনোলজি ম্যানুফ্যাকচারিং, ম্যানেজমেন্ট, জিও-সায়েন্স, জলবায়ু পরিবর্তন, মাইক্রোবায়োলজি, তথ্যপ্রযুক্তি সুরক্ষা, ন্যানো-মেটেরিয়ালস, স্মার্ট ভিলেজ এবং ম্যাথেমেটিক্যাল সায়েন্স তারা সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে উদ্বোধনী অধিবেশনে নানা বিষয়ে মত আদানপ্রদান করেন।

নিউ দিল্লি
অক্টোবর 02,2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.